একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী

পদক্ষেপ বার্তা

www.padakhep.org

বর্ষ: ১৪ । সংখ্যা: ১৪৬ । এপ্রিল ২০২৫

'ICT Knowledge Sharing and Simulation' শীর্ষক কর্মশালা

বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য আইসিটি খাতে দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পদক্ষেপ আইসিটি বিভাগ কর্তৃক এপ্রিল ২০২৫ মাসে সংস্থার ৫টি জোনে 'আইসিটি নলেজ শেয়ারিং এবং সিমুলেশন' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালাগুলো পটুয়াখালী, যশোর, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ জোনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের প্রযুক্তির জ্ঞান সম্পর্কে আধুনিক ও মৌলিক ধারণা প্রদান, নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করা এবং বাস্তবভিত্তিক সিমুলেশনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল শেখানো হয়।

"জ্ঞান তখনই শক্তি হয়ে ওঠে, যখন তা অন্যের সঙ্গে বিনিময় করা হয় –আর প্রযুক্তি তখনই অর্থবহ, যখন তা মানবিক প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হয়। তাই, আজকের এই প্রতিকৃত অনুশীলন; আমাদের দক্ষতা যাচাই ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির এক ধাপ।

কর্মশালাগুলোতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার পরিচালক (আইসিটি) ও ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (এন্টারপ্রাইজ উইং) মুহম্মদ আররাফি সিদ্দীক। তিনি কর্মীদের মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের বিভিন্ন সূচকের উন্নতির কৌশল এবং আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে অপারেশনাল কার্যক্রমকে তরান্বিত করা এবং কীভাবে ফলাফল আরও উন্নত করা যায় সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। কর্মশালাগুলোতে প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার শেষে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জ্ঞান অর্জনের এ প্রয়াস ভবিষ্যতে সংস্থার সার্বিক কার্যক্রমে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

পদক্ষেপ ও রহিম আফরোজ এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

সমাজের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে পদক্ষেপ। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমকে আরও কার্যকর, স্থায়ী ও প্রযুক্তি সম্পন্ন করতে প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, যা প্রায়শই চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে, কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত ১৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে পদক্ষেপ ও রহিম আফরোজ এর মধ্যে একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির মূল লক্ষ্য হলো উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করে পদক্ষেপ এর বিভিন্ন ব্রাঞ্চে আগত সদস্য ও উপকারভোগীদের নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করা।

চুক্তির আওতায় রহিম আফরোজ ও পদক্ষেপ এর প্রতিটি ব্রাঞ্চে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইনভার্টার (আইপিএস) স্থাপন করবে, যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহে কোনো ব্যাঘাত ঘটলে কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখা যায়। যেসব ব্রাঞ্চে প্রযুক্তিগতভাবে সোলার প্যানেল স্থাপন সম্ভব, সেখানে আইপিএস এর পাশাপাশি সোলার প্যানেলও সরবরাহ করা হবে। এর ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাটজনিত অসুবিধা দূর হবে, সেবা গ্রহণকারীরা পাবেন নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা এবং দপ্তর পরিচালনাও হবে আরও কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রহিম আফরোজ এর চিফ অপারেটিং অফিসার মো. মোখলেছুর রহমান, মার্কেটিং ম্যানেজার মো. মজহারুল ইসলাম, কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজার আলী মাসুদ পারভেজ মুরাদ, কর্পোরেট সেলস ও মার্কেটিং অফিসার মো. সামিউল ইসলাম এবং পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস, উপ নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক, পরিচালক মুহম্মদ আররাফি সিদ্দীক, যুগ্ম পরিচালক মো. সাইয়েদুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রাকিবুল হাসান, সজিব হাসনাত, অলিজা ফারহানা প্রমুখ।

পহেলা বৈশাখ উদযাপনে পদক্ষেপ এর বর্ণিল আয়োজন

পহেলা বৈশাখ, বাঙালির প্রাণের উৎসব। এই দিনটিকে ঘিরে বরাবরই থাকে আবেগ, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের এক অসাধারণ সম্মিলন। সেই ধারাবাহিকতায় এবারও বর্ণিল আয়োজনে পহেলা বৈশাখ ১৪৩২ উদযাপিত হলো পদক্ষেপ প্রধান কার্যালয়ের রূফটপে। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট এ.বি.এম. সিদ্দীক। তিনি আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্যে বলেন, "এ ধরনের প্রাণবন্ত আয়োজন কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।" অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট আনোয়ারা শরমিন, নির্বাহী পর্ষদ সদস্য নাহিদ আক্তার, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট এ এইচ এম সাদিকুল হক, নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস, উপ নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক, পরিচালক (আইসিটি) ও ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (এন্টারপ্রাইজ উইং) মুহম্মদ আররাফি সিদ্দীক, অ্যাডভাইজার (রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্রেডিট অ্যানালিস্ট) আয়েশা খানম, উপদেষ্টা (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, এবং সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের যুগ্ম পরিচালক, উপ-পরিচালক, সিনিয়র সহকারী ও সহকারী পরিচালকসহ সর্বস্তরের কর্মীবৃন্দ।

"নববর্ষের প্রাণের উৎসবে এসো মিলি একসাথে" এই স্লোগানকে সামনে রেখে নতুন উদ্দীপনা ও নতুন সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে পদক্ষেপ সেজেছিলো রঙিন সাজে। অনুষ্ঠানে ছিলো দেশীয় খাবার, খেলাধুলা, কুইজ, কবিতা পাঠ আর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা যা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে শুভেচ্ছা বক্তব্য ও পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে। এই আয়োজন শুধু একটি উৎসব নয়, এটি একটি আবহমান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য চর্চার পরিসর, যেখানে কর্মীরা সবাই একত্রিত হয়ে গড়েছেন একটি মানবিক, প্রাণবন্ত ও ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবেশ।

গ্রামীণ অঞ্চলে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন উন্নয়নে 'পদক্ষেপ' এর কার্যক্রম

জনগণের মধ্যে নিরাপদ পানি ব্যবহার, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ দেশের ৭৯টি উপজেলায় ১১৬টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এপ্রিল মাসে প্রকল্পের আওতায় ৫৯৭টি স্বাস্থ্যসম্মত দুই গর্ত বিশিষ্ট টয়লেট, ১০৮টি নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং ১০০টি 'বিসিসি ক্যাম্পেইন' সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত ৯,০৩৯টি টয়লেট স্থাপন, ৮,১১৫টি নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা এবং ১,৫৯৮টি 'বিসিসি ক্যাম্পেইন' বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পানি, জনস্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্থা বা সরকারি বিভাগগুলোর সমন্বয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন বক্তারা। সভাগুলোতে সংস্থার জোনাল, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার'সহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) এর যৌথ অর্থায়নে, পিকেএসএফ এর মাধ্যমে ২০২১-২০২৫ মেয়াদে "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। পদক্ষেপ'সহ অন্যান্য সহযোগী সংস্থাগুলো এই প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য ১.২০ লক্ষ নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ১০ লক্ষ নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি-৬) অর্জনে ভূমিকা রাখছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিষয়ভিত্তিক মৌলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিষয়ভিত্তিক মৌলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। গত ১৫ ও ১৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলার গৌরারং ইউনিয়নে শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় মাঠপর্যায়ে নিয়োজিত শিক্ষকদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী সংস্থার সংশ্লিষ্ট এরিয়া অফিসে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন সুনামগঞ্জ জেলা শিক্ষা অফিসার জাহাঙ্গীর আলম। তিনি শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেন। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নাসিম আক্তার এবং মঙ্গলকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ আলী। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকরা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, পাঠ পরিকল্পনা এবং আধুনিক শিক্ষণ কৌশল বিষয়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে কার্যকর শিক্ষার পরিবেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে সকলে আশা প্রকাশ করেন।

কর্মসূচির আওতায় মেডিসিন বিষয়ক ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় এপ্রিল ২০২৫ মাসে ২টি মেডিসিন বিষয়ক ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে গত ২৫ এপ্রিল বড়লেখা উপজেলার তালিমপুর ইউনিয়নের গগড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১টি এবং ২৬ এপ্রিল সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়নে ১টি মেডিসিন বিষয়ক ২টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এতে মোট ৪৫৫ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং ঔষধ বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন বড়লেখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. নাজমুল হাসান ও ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং গৌরারং ইউনিয়নে ডা. শফিকুল ইসলাম ও মা ও শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শতাব্দী ভট্টাচার্য্য। এছাড়া ক্যাম্পে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য সঞ্জিব দাস, সমৃদ্ধি উপজেলা সমন্বয়কারী শ্রী নন্দন বর্মন, সহকারী উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী সবুজ কান্তি তালুকদার প্রমুখ। ক্যাম্পটি সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তন্ময় দাস এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শকবৃন্দ।

স্যাটেলাইট ক্লিনিকে স্বাস্থ্য কার্যক্রম

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগণের কাছে সহজলভ্য এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নিয়মিতভাবে কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০ এপ্রিল মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার তালিমপুর এবং ২২ এপ্রিল বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার হারতা ইউনিয়নে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তালিমপুর ইউনিয়নের গলগজা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন বড়লেখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. নাজমুল হাসান। এছাড়া উজিরপুর উপজেলার হারতা ইউনিয়নে সংস্থার হারতা ব্রাঞ্চে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন ডা. গৌরব মজুমদার। স্যাটেলাইট ক্লিনিক দুটিতে মোট ১৫০ জন রোগী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন। ক্লিনিকের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন সমৃদ্ধি কমসূচির উপজেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মোঃ নিজাম উদ্দিন, সহকারী উপজেলা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর মোঃ মহসিন সরদার, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তামিমা আক্তার, স্বাস্থ্য পরিদর্শক মৃদুলা মন্ডল ও লিমা বিশ্বাস। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হয়। পদক্ষেপ ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সার্বিক সহযোগিতায় কমিউনিটিভিত্তিক বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের এই উদ্যোগ স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখছে।

আইসিবিসি প্রকল্পের গ্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

শিশুযত্ন কেন্দ্রকে সেবাদানের কেন্দ্র হিসেবে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে, বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান (আইসিবিসি) প্রকল্পের আওতায় গত ২০ এবং ২২ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলায় গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, শিশুর সুরক্ষা, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রমে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। যেখানে শিশুর জন্মনিবন্ধন, টিকাদান, চক্ষু ও কান পরীক্ষা, পানিতে ডুবা প্রতিরোধ এবং পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি শিশুযত্ন কেন্দ্রে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মা-বাবা ও অভিভাবকদের সক্রিয় উপস্থিতি নিশ্চিত করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, শিশুদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং শিশুদের বিকাশে যে কোন ধরনের সহযোগিতায় কমিটির সদস্যদের আরও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় অংশগ্রহণকারীরা সক্রিয়ভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং তারা এই প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে একত্রিতভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন কার্যক্রম সমন্বয়কারী, ইসিসিডি অফিসার ও কেন্দ্র সুপারভাইজারগণ।

আইসিবিসি প্রকল্পের অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের জন্য শিশু লালন-পালন ও পরিচর্যা বিষয়ক বয়স উপযোগী সেবা-যত্ন প্রদান এবং পজিটিভ প্যারেন্টিং বিষয়ে মা-বাবা ও অভিভাবকদের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় 'আইসিবিসি' প্রকল্পের আওতায় গত ২০ ও ২১ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুযত্ন কেন্দ্রের কার্যাবলি সম্পর্কে শিশুর অভিভাবকদের অবহিত করা এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রমে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা। এছাড়া, অভিভাবক সভায় মোট ১২টি সেশনের আয়োজন করা হয়। সেশনগুলোর আলোচ্য বিষয় ছিল, প্রারম্ভিক বিকাশের গুরুত্ব, ইতিবাচকভাবে শিশু লালন-পালনের উপায়, যত্ন, পুষ্টি, সুরক্ষা ইত্যাদি। এছাড়া শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং মা-বাবা ও পরিবারের করণীয় বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় বিশেষভাবে ১-৫ বছরের শিশুদের দেখাশোনার পাশাপাশি শিশুযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের নিয়মিত পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা এবং ৬-১০ বছরের শিশুদের সাঁতার শেখানোর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এর মাধ্যমে অভিভাবকরা শিশু বিকাশ, শিশু অধিকার এবং পানিতে ডোবা প্রতিরোধ বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন।

আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্টের আওতাধীন নগর মাতৃসদন কেন্দ্র পরিদর্শন

পদক্ষেপ কর্তৃক পরিচালিত "আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২য় পর্যায়" প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে প্রসূতি মা ও নবজাতকের জন্য মানসম্মত সেবা প্রদান করছে। প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল মাসে কক্সবাজার জেলার সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি হিসেবে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. টিটু চন্দ্র শীল কক্সবাজার পৌরসভার নগর মাতৃসদন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি প্রকল্পের আওতাধীন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগের প্যাথলজি ল্যাব, অপারেশন থিয়েটার, ডেলিভারি রুম ও পেশেন্ট ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন এবং সেবার মান ও কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে পর্যালোচনা করেন। রোগীদের মতামত এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিজ্ঞতা শুনে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। ডা. টিটু চন্দ্র শীল আশা করেন যে, ভবিষ্যতেও নগর মাতৃসদন কেন্দ্র কক্সবাজার পৌরবাসীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে যাবে।

এপ্রিল মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ১১২ জন

এপ্রিল ২০২৫ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর ১২ জনকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন'; ১০০ জন কমিউনিটি ম্যানেজারকে দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে গত ০৭, ১৫-১৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে প্রধান কার্যালয়ে ১২ জন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন' এবং ২০-২২ এপ্রিল পর্যন্ত পিআইডিএম-এ ১০০ জন কমিউনিটি ম্যানেজারকে দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিদ্যমান সেবাসমূহ অবহিতকরণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারি সেবাব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১০ এপ্রিল কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলা পরিষদের হলরুমে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কার্যক্রমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় 'উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান সরকারি সেবাসমূহ অবহিতকরণ সম্পর্কিত ওরিয়েন্টেশন' এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অষ্টগ্রাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ দিলশাদ জাহান। ওরিয়েন্টেশনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ সেবাসমূহ সকলকে অবহিত করেন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে সকল সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দেন। এছাড়া সাধারণ জনগণ কীভাবে তাদের নিজ নিজ দপ্তরের সেবা গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৫০ জন অংশগ্রহণকারী ওরিয়েন্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের উদ্যোগে সহায়তা প্রদান

বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অতিদরিদ্র পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী উপজেলার নিকলী ইউনিয়নের একজন অতিদরিদ্র সদস্যকে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের সহায়তা প্রদান করা হয়, যাতে তিনি আখের রস ও আচার বিক্রির মাধ্যমে আয় করতে পারেন। তাকে একটি ভ্যান, আখ মাড়াই মেশিন ও আচার প্রস্তুতের উপকরণ এবং নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। এছাড়া হাওর এলাকায় বর্ষাকালে মাছ ধরা অনেক অতিদরিদ্র মানুষের অন্যতম একটি জীবিকা। এই প্রেক্ষাপটে নিকলী উপজেলার কারপাশা ইউনিয়নে 'ফিশিং গিয়ার তৈরি ও বিপণন' বিষয়ক একটি আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় ৩ জন অতিদরিদ্র সদস্যকে একটি করে ডিঙ্গি নৌকা ও ঝাঁকি জাল প্রদান করা হয়। এই কার্যক্রমে তাদের জীবিকা উন্নয়নে একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হবে এবং স্বাবলম্বী হওয়ার পথে তারা এগিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন

স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুস্থ জীবনের বার্তা পৌঁছে দিতে "জন্ম হোক সুরক্ষিত, ভবিষ্যৎ হোক আলোকিত" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ৭ এপ্রিল "পিপিইপিপি-ইইউ" প্রকল্পের কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রামে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন করা হয়। প্রায় ৩৫০ জনের অংশগ্রহণে প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের উপস্থিতিতে দিবসটি প্রাণবন্তভাবে উদযাপন করা হয়। "স্বাস্থ্যই সম্পদ" এই চিরন্তন সত্যকে কেন্দ্র করে দিবসটি ঘিরে আয়োজন করা হয় আলোচনা সভা ও র‍্যালি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, পিভিসি সদস্য, কিশোরী ক্লাবের সদস্য, প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্য এবং পদক্ষেপ এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ।

এপ্রিল মাসে 'রেমিটেন্স' লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য

সুবিধাভোগী	মোট অর্থ প্রদান	সর্বমোট সুবিধাভোগী	মোট অর্থ প্রদান
৩২৮	৮,৫৯৭,৮৯৭	১৬৩,২৭০	৫,২৭৫,৫৩৬,১৭০

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ		এপ্রিল	
		জন	টাকা
ফেরত প্রদান	সিপিএফ	৯০	৭৯,৪৯,৫২৪
	কর্মী কল্যাণ তহবিল	৯০	৭,৮৯,৩৭০
অনুদান প্রদান	কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বিমা প্রোগ্রাম	১২৫	৫৩,১২,৯১০
	কর্মী কল্যাণ তহবিল	১৬	৩,৭৩,৬৪৫

'আরএমটিপি' প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

গোপালগঞ্জে মৎস্য উদ্যোক্তাদের চেক বিতরণ

দক্ষতা ও জীবনমান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল ২০২৫ মাসে গোপালগঞ্জ জেলার ৫ জন মৎস্য উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন খাতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। এরমধ্যে আইওটি ডিভাইস স্থাপনের জন্য রফিকুল ইসলাম ও তন্ময় ঠাকুরকে, মৎস্য পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অপূর্ব চক্রবর্তীকে, নার্সারি স্থাপনের জন্য বিষ্ণুপদ বিশ্বাসকে ও মাছের আড়তের মান উন্নয়নের জন্য জামাল দাড়িয়াকে অনুদানের চেক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার মো. আনোয়ারুল ইসলাম, প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মোঃ লেমন মিয়া প্রমুখ। এই অনুদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা তাঁদের কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত ও প্রযুক্তি নির্ভরের মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়ক হবে।

'পিআইডিএম' থেকে সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

মাসের নাম	সংস্থার সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী	মিটিং/পরীক্ষা/ কর্মশালা	ট্রেনিং সংখ্যা	পদক্ষেপ স্টাফ	অন্যান্য সংস্থা স্টাফ
এপ্রিল ২০২৫	২১টি	৭৮১ জন	৩টি মিটিং	৯টি	৪০০ জন	৩৮১ জন

এপ্রিল মাসে ৬৭ জনকে নিয়োগ দিয়েছে 'পদক্ষেপ'

প্রধান কার্যালয়, জোন, প্রোগ্রাম ও প্রোজেক্টের নাম	পদের নাম	কর্মস্থল	জন
প্রধান কার্যালয় অফিস	অ্যাডভাইজার	প্রেসিডেন্ট অফিস	১
	ম্যানেজার	মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ	৭
ইউপিএইচসিএসডিপি-২ প্রকল্প	ক্লিনিক ম্যানেজার	কক্সবাজার/নেত্রকোণা পৌরসভা	১
	ফিল্ড সুপারভাইজার		১
	প্যারামেডিক		৩
	রিসিপসনিষ্ট		১
	প্রজেক্ট ম্যানেজার		১
	ক্লিনিক এইড		২
	ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট		১
	ফ্যামিলি প্লানিং কোঅর্ডিনেটর		১
	সার্ভিস প্রমোটার		২
কুমিল্লা জোন	অফিস সহকারী	ফেনী সদর	১
পটুয়াখালী জোন	টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট	বাকেরগঞ্জ	১
মাইক্রোফাইন্যান্স জোন	সিএম-১/এবিএম (লোন) ও এবিএম (হিসাব)	বিভিন্ন জোন	৪৪
মোট			৬৭

ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

'আরএমটিপি' প্রকল্পের চলমান অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের লক্ষ্যে এপ্রিল মাসে গোপালগঞ্জ সদরের পদক্ষেপ এরিয়া অফিসে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় সভাপতিত্ব করেন পদক্ষেপ এর সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মো. শফিকুল ইসলাম। সভায় উপস্থিত ছিলেন ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট ম্যানেজার পঙ্কজ কুন্ডু, সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, কৃষিবিদ মোঃ লেমন মিয়া প্রমুখ। সভায় আগামী ৬ মাসের কর্মপরিকল্পনা, সমন্বিতভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন, হিসাবরক্ষণ এবং প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

লিড ফার্মার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

কৃষি এবং প্রযুক্তিখাতে মৎস্যচাষিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয় 'উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন ও মৎস্য চাষে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণে ৪০ জন লিড ফার্মার ও মৎস্যচাষি অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে নিবিড় ও আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ, প্রদর্শনী পদ্ধতি, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, পুকুর প্রস্তুতকরণ, পোনা বাছাইকরণ, মাছ ও পুকুর পরিচর্যা এবং বার্ষিক হিসাবরক্ষণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও এপ্রিল মাসজুড়ে গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় আরও ১৩টি ব্যাচে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণগুলোতে ৩২৫ জন মৎস্যচাষি অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন এসিআই কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার মোঃ মহিব্বুল্লাহ, এভানকো কোম্পানির প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর রহমান সোহাগ এবং প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর কৃষিবিদ মোঃ লেমন মিয়া'সহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

'পদক্ষেপ' এর 'RAISE' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

পিকেএসএফ কর্মকর্তার শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং বিশ্বব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রিকভারি অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ) প্রকল্পটি পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র দেশের শহর ও উপ-শহর এলাকার ১২টি জেলার ১৫টি উপজেলায় ১১টি জোনে ১৬টি এরিয়ার ২৯টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে পিকেএসএফ এর RAISE প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. ফয়জুল তারিক চৌধুরী ঢাকার মিরপুরে পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত কারিগরি বিষয়ে ৬ মাসব্যাপী চলমান শিক্ষানবিশ/গুরুশিষ্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি প্রকল্পের রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন এই ৪টি ট্রেডের শিক্ষানবিশ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়া তিনি চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় করেন এবং ৬ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের গুণগত মান এবং দক্ষতা ও ব্যবহারিক শিক্ষার ধারাবাহিক উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

"ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য মোট ১৬ দিন (৯৬ ঘণ্টা) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এপ্রিল ২০২৫ মাসে মোট ৮টি ব্যাচের উক্ত প্রশিক্ষণ ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুর এবং গাজীপুর সদর, মৌচাক, শ্রীপুর, তারাকান্দি ও গফরগাঁও ব্রাঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া মোট ভালুকা, কাপাসিয়া ও গাজীপুর ব্রাঞ্চে প্রশিক্ষণগুলো চলমান রয়েছে। প্রশিক্ষণগুলোর মূল বিষয়বস্তু ছিলো, সাধারণ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসার ধারাবাহিকতা, বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য মাঠ পরিদর্শন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেইসাথে তারা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবসা পরিকল্পনার বিষয়ে সচেতন হচ্ছেন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ফলে স্বল্প-আয়ের তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সফল উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশে সহায়ক হচ্ছে।

কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম

এপ্রিল ২০২৫ মাসে প্রকল্পের মোট ১৩টি (২৯০ জন) কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন- দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকাসহ প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণী এবং পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত অগ্রসর, বুনিয়াদ, জাগরণ ও অন্যান্য কর্মসূচির আওতাভুক্ত উপকারভোগীদের নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উঠান বৈঠক, পোস্টার, লিপলেট বিতরণ, টেলিফোনিক যোগাযোগ, ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের সাথে রেইজ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত গুরু-শিষ্য/শিক্ষানবিশ পদ্ধতিতে ৬ মাস ব্যাপী বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ সম্পর্কে এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ তরুণী ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৬ দিনের প্রশিক্ষণের বিষয়ে ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচির তথ্য পৌঁছে দিতে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে আলোচনা করা হয়। এছাড়া যুব সমাজকে সচেতন করার লক্ষ্যে পুষ্টি, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি জনসচেতনতামূলক বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

শিক্ষানবিশী কার্যক্রম

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো, প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের দক্ষ মাস্টার ক্রাফট-পার্সন বা অভিজ্ঞ কারিগর/গুরুর অধীনে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে মজুরি ভিত্তিক এবং স্ব-কর্মসংস্থানে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কার্যক্রমটি সংস্থার মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। নভেম্বর ২০২৪ থেকে শুরু হওয়া এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত ৬ মাসব্যাপী ৪র্থ ব্যাচের প্রশিক্ষণে ৬৫ জন গুরু'র অধীনে ১৩০ জন শিষ্য বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণে উল্লেখযোগ্য ট্রেডগুলো হচ্ছে-গ্রাফিক ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, কনজুমার ইলেকট্রোনিক্স, ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, কার্পেন্ট্রি ইত্যাদি।